024

ইত্তেফাক

তারিখ ... ৭।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৫ ...

# এসএসসি পরীক্ষায় দুই ধারার পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত

বাসস জানায়, বিজ্ঞানকে বাধ্যতামুলক করিয়া এস-এস-সি স্তরে অভিন্ন ও একধারার যে সিলেবাস প্রবর্তন করা হইয়াছিল উহা রহিত করিয়া সরকার গতকাল (বুধবার) দুইধারার একটি পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। বর্তমানে যাহারা নবম শ্রেণীতে পড়িতেছে এবং ১৯৮৫ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিবে তাহাদের ক্ষেত্রেই এই পাঠ্যক্রম প্রযোজ্য হইবে।

ঘোষণায় বলা হয়, একধারার পাঠ্যক্রম শিক্ষক ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৮১ সালে তদানীন্তন সরকার বিজ্ঞানকে মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামুলক করিয়া একধারার পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের বিষয় স্থির করেন। ১৯৭৫-এ তদানীন্তন সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন কমিটিও একধারার পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছিল।

একধারার পাঠ্যক্রম রহিত করিয়া নূতন সিদ্ধান্ত প্রবর্তনের ফলে এসএসসি শিক্ষার্থীদের এখন বাধ্যতামূলক বিষয়ের নম্বর দাঁড়াইবে ছয়শত—তন্মধ্যে থাকিবে বাংলা (২০০), ইংরাজী (২০০), অঙ্ক (১০০), ভূগোল (১০০)। ১০০০ নম্বরের মধ্যে বাদবাকী ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা হইবে দুইটি নৈর্বাচনিক বিষয় গ্রুপ হইতে। নয়া ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা সমন্বিত বিজ্ঞান বা অর্থনীতি-পৌরনীতি-ইতিহাস মিলাইয়া মানবিক বিষয়াবলীতে ২০০ নম্বরের যে কোনটি বাছিয়া নিবে। দ্বিতীয় নৈর্বাচনিক বিষয় গ্রুপ হইতে অপর দুইশত নম্বরের পরীক্ষা

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

## পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত

( ১ম পৃঃ পর )

দিতে হইতে।

১৯৭৮ সালে বিজ্ঞানকে বাধ্যতামুলক বিষয় হিসাবে প্রবর্তনের সুপারিশে বিজ্ঞান শিক্ষার আনুষঙ্গিক সুবিধা সৃষ্টি এবং বিজ্ঞান শিক্ষক প্রশিক্ষণের আহ্বান জানানো হইয়াছিল। এ জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হইলেও উহা কার্যকর করা যায় নাই।

বর্তমান সরকারের আমলে নয়া পাঠ্যক্রম অনুসারে বিজ্ঞান পুস্তক লিখিয়া প্রাথমিক-মুল্যায়নের পর ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে। গত এক বৎসরে প্রতি স্কুলের একজন করিয়া সারা দেশের ৮৫০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হইয়াছে।

এসব ব্যবস্থা গৃহীত হইলেও শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কিংবা স্কুলকে প্রয়োজনীয় সকল বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম যোগানো সম্ভব হয় নাই। এ পরিস্থিতিতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলে বিজ্ঞান বাধ্যতামুলক করা হইলে ঐ সব স্কুলে ফলাফল খারাপ হইবে। এ সব দিক বিবেচনা করিয়া সরকার দ্বি-ধারা পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করিয়াছেন।

সরকার বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিয়া সকল বিদ্যালয়ে অভিন্ন সুযোগ প্রবর্তন, এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম ও পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়াছে। ১৯৮৩তে যাহারা নবম শ্রেণীতে, ১৯৮৪-তে যাহারা দশম শ্রেণীতে ও ১৯৮৫ সালে যাহারা পরীক্ষা দিবে তাহাদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হইবে।

এ ব্যবস্থায় নৈর্বাচনিক বিষয়াবলীর প্রথম গ্রুপে—সমন্বিত বিজ্ঞান কোর্স (২০০ নম্বর) অথবা সমন্বিত কলা (ইতিহাস-অর্থনীতি-পৌরনীতি-২০০ নম্বর)।

দ্বিতীয় গ্রুপে প্রতিটি ১০০ নম্বরের ৯টি বিষয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ২টি বাছিয়া নিতে হইবে; এগুলি হইল—ইসলামিয়াত/হিন্দুধর্ম/বৌদ্ধধর্ম/খৃষ্টধর্ম। (২) উচ্চতর বাংলা/উচ্চতর ইংরাজী/আরবী/পার্সী/উর্দু/সংস্কৃত/পালি। (৩) উচ্চতর গণিত। (৪) ললিত কলা। (৫) সঙ্গীত। (৬) গার্হস্থ্য অর্থনীতি। (৭) বাণিজ্য। (৮) শিল্পকলা। (৯) কারিগরি ও পেশাগত বিষয়ঃ জ্যামিতি, টেকনিক্যাল নকশা, ফাউণ্ড্রী, কার্পেন্ট্রি, ফলিত ইলেকট্রনিক্স, গৃহনির্মাণ।

ইহার সহিত যাহারা ক্রীড়া, শরীর চর্চা, স্কাউটিং ও গাইডের মত গ্রুপ কর্মধারার ১০০ নম্বরের সহ-পাঠ্যক্রমে বিষয় নিতে চায় নিতে পারিবে। তবে ইহার ফলাফলে যুক্ত হইবে না।

নয়া পদ্ধতি হইবে দ্বি-ধারা পাঠ্যক্রম। সুবিধার হবে যাহারা বিজ্ঞানের বিষয় নিতে পারিবে না তাহারা কলার বিষয় গ্রহণ করিতে পারিবে।